দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 22 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

075

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও প্রসঙ্গ কথা

গত ২৪ আষাঢ় দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষাঙ্গন কলামে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মতলব হাই স্কুলের প্রখ্যাত সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর 'শিক্ষাঙ্গনে পবিত্রতা' শীর্ষক সারগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ ও মূল্যবান লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনের দুরাবস্থা ও সংকটকালে জনাব ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী বাস্তব কথাগুলো অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তারে বর্ণনা করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রান্তিলগ্নে যে ক্ষীণ আশার আলোর পথ প্রদর্শন করেছেন, সেই বক্তব্যের সাথে শুধু আমি নই, সকল শিক্ষানুরাগী এবং ধ্বংসোন্মুখ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার স্বপক্ষ সমর্থনকারী যে কোন ব্যক্তি মাত্রই একমত হবেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তিনি যথার্থই লিখেছেন। মানুষ অভ্যাসের দাস। বিশেষতঃ কোমলমতি শিশু-কিশোরগণ অনুকরণ, অনুসরণ প্রিয় এবং নানাবিধ সুযোগের বশবর্তী ও পারিপার্শ্বিকতার শিকার হয়ে কোন অসাধ্য সাধনেও দ্বিধান্বিত হয় না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছে নির্দ্বিধায় বলা যায়, যে ছাত্র বিদ্যালয়ে নকলের সুযোগ পায় না সে ছাত্র কোন মতেই ইঠাৎ করে নকলে প্রভাবান্বিত হয়ে এসএসসি বা বোর্ড পরীক্ষায় পরীক্ষকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মুখে বীরদর্পে গণটোকাটুকির মত আত্মঘাতি ও গর্হিত কাজে সচেষ্ট হবে এটা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এমন স্পর্ধা তারা কেমন করে পাবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। আর অপেক্ষাকৃত খারাপ বা অযোগ্য ছাত্রদেরকে সেন্টারে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত করে অবাধ সুযোগ সৃষ্টির পেছনে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা অসীম বলে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা একজন গুণী ব্যক্তি ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হিসেবে বাস্তবতার নিরিখেই তা করেছেন। সে জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ ও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষায় কোন অযোগ্য বা অবাধ্য ছাত্র প্রধান শিক্ষকের হাতছাড়া উত্তীর্ণ হতে পারে না। এ ব্যাপারে কারো দ্বি-মত পোষণ করার কথা নয়। জনাব ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী সময়োচিত ও যুক্তিযুক্ত বক্তব্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আমরাও দাবী জানাচ্ছি যে, বর্তমানে পদাধিকার বলে প্রধান শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী পদ থেকে রহিত করে সময়ের অপচয় রোধের লক্ষ্যে সরাসরি বা অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ ভোটে অভিভাবকদের মধ্য থেকেই সেক্রেটারী নির্বাচিত করার শিক্ষকদেরকে ইউপি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার অবাধ সুযোগ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা হোক।

সর্বোপরি তারই যুক্তি অনুযায়ী উপজেলা চেয়ারম্যানদেরকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদে আসীন করার প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে প্রস্তাব রেখেছেন, তা মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে এর বিকল্প ব্যবস্থা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীনে এনে স্কুলসমূহকে রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করার স্বার্থে তাঁর মূল্যবান প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দৈন্যতা ও নৈরাজ্যতা দূরীভূত হবে বলে আশা রাখি।

—আনোয়ার হোসেন পিন্টু,

ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব

ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক এবং বিদেশী ভাষা। বাংলা ভাষার পাশাপাশি এই ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা অপরিসীম। কেননা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হলে এই ভাষার তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এবং এই ভাষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

আমাদের দেশের স্কল-কলেজের বেশীর ভাগ ছেলে-মেয়েরাই ইংরেজীকে কঠিন ভাষা বলে মনে করে। এই ভাষাটা তাদের কাছে ভীতিকর ও দুর্বোধ্য মনে হয়। অনেক সময় কেবলমাত্র পাস করার জন্য শিক্ষার্থীরা ইংরেজী বইকে মুখস্ত করে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাটা তারা গ্রহণ করে না। এই ভাষার প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যায়। এর ফলস্বরূপ দেখা যায় ইংরেজীতে অকৃতকার্যদের সংখ্যা খুব বেশী।

ছাত্রদের উচিৎ ব্যবহারিক জীবনে যাতে এই ভাষা প্রয়োগ করতে পারে সেরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা। ইংরেজী ভালোভাবে জানা না থাকলে বাস্তব ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয়।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজেও ইংরেজীর প্রয়োজন হয়। এবং এই জন্য কম বেশী সবারই এই ভাষাটা শেখা উচিৎ। এ ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে ভাষা জানা সহজ হবে।

ইংরেজী ভীতি দূর করে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষাটাকে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি যাতে সহজ এবং সাবলীল হয় তার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।

—শামীম নাজ শুভ্রা